দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP. 1 4 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯টা-৫টা সময়সূচী প্রসঙ্গে

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৯টা হতে ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে এ সিদ্ধান্তের কতিপয় ক্ষতিকর দিক আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। নিম্নে যেগুলো তুলে ধরলাম—

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের ৯টায় প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হতে হলে গোসল, খাওয়া, যাতায়াতের জন্য ৭টা থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে, ফলে সকাল বেলার বাড়ীর পড়া নষ্ট হবে। ৫টার পর প্রত্যাবর্তনের কারণে বিকালের পড়াও নষ্ট হবে ফলে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হবে।

(২) শীতকালে ৫টার পর পরই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন গ্রাম অঞ্চলে পাট ক্ষেত, মাঠ, খাল-বিলের মধ্য দিয়ে দূর-দূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত পথে নিরাপত্তা থাকে না।

(৩) সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত উপোস থাকায় স্বাস্থ্যহানি ঘটবে।

(৪) গ্রামাঞ্চলের কৃষকের ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে পিতা-মাতাকে কৃষি কাজে সাহায্য করে। ৯টা-৫টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকার কারণে তা সম্ভব হবে না, ফলে দরিদ্র কৃষক সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণে উৎসাহ হারাবে।

(৫) অন্যান্য চাকুরীর সাথে শিক্ষকতার বহু পার্থক্য রয়েছে, কেননা অফিসের কাজ সাধারণত অফিসেই সীমিত কিন্তু একজন শিক্ষককে প্রতিষ্ঠানে ১ ঘন্টা উত্তমরূপে পাঠদান করতে হলে বাড়ীতে ২ ঘন্টা প্রস্তুতি নিতে হয়। ৯টা-৫টা সময়সূচী হলে বাড়ীর প্রস্তুতিসহ তাদের বিশ্রামের অবকাশ থাকবে না।

(৬) ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বকবক করা খুবই মানসিক পরিশ্রম। সাধারণত এ কারণে শেষ জীবনে শিক্ষক মানসিক রোগী বা বাচাল হতে পারে। এ পরিশ্রম আরো বেড়ে গেলে তা আরো অশুভ হবে।

(৭) যে সকল স্কুলে দুই শিফট চালু আছে তারা দুই শিফট চালাতে পারবে না। সপ্তাহে দুই দিন ছুটির দাবী উঠবে।

উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময় ১১টা-৪টা করার জন্য কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

—মোঃ ইয়াছিন মজুমদার
গ্রাম- শ্রীরামপুর, পোঃ মনতলী বাজার,
নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।